

Small Cell Terrorism: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা ও উপলব্ধি

- জায়েদ বিন হারিস, বাব-উল-ইসলাম ফোরাম।

১। **সূচনা:** বাংলাদেশে “জিহাদের পথের পথিক” কোন কোন ভাই এর কাছে সম্প্রতি Small Cell Terrorism শব্দটা হয়ে উঠেছে একটা ‘হটকেক’। তাদের ভাবখানা এমন যেনো,

“যারা Small Cell Terrorism পদ্ধতিতে চিন্তা-ভাবনা করছেন না, তারা জিহাদের কিছুই বুঝেন না। তারা না বুঝে কিছু জিহাদী জব্বা প্রকাশ করেন মাত্র। বরং বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য Small Cell Terrorism হচ্ছে জিহাদের একমাত্র মাধ্যম। তাদের কারো কারো চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা শুনে মনে হয় যেনো, যারাই Small Cell কনসেপ্টের বাইরে কাজ করছেন, তারা কায়দাতুল জিহাদ (আল-কায়দা) এর মতাদর্শ অনুসরণ করে কাজ করছেন না। তারা জিহাদের ক্ষেত্রে পিছনের সারির মানুষ”।

কিন্তু এগুলো সবই বাস্তবতার বিপরীত, এগুলো এই ভাইদের কিছু ধারণামাত্র - যা শুধুমাত্র ইন্টারনেট, pdf ফাইল ভিত্তিক পড়াশুনার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল ভাইরা বিভিন্ন জিহাদী ফোরামে নিয়মিত ভিজিট করেন, বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে অবস্থিত মুজাহিদ্দীনদের সাথে interact করেন কিংবা কোন না কোন জিহাদের ময়দানে নিজের যাবার অভিজ্ঞতা আছে, তারা এ রকম ধারণা পোষণ করেন না। আমাদের যে সকল ভাইরা Small Cell Terrorism এর আইডিয়া নিয়ে fascinated তাদের জ্ঞাতার্থে কিছু বিষয় উল্লেখ করতে চাই, যাতে তাদের চিন্তাধারাতে কিছুটা balance সৃষ্টি হয় ইনশাআল্লাহ।

২। **জিহাদের এই স্ট্রেটেজী কত বছর পুরাতন?** সাংবাদিক Brynjar Lia ২০০৭ সালে The Architect of Global Jihad নামে শাইখ مصطفى بن عبد القادر ست مريم نصار (শাইখ আবু মুসয়াব আস সুরী) এর উপর একটি বই প্রকাশ করেন। সেই বই এর শেষের দিকে তিনি শাইখের কিতাব “দাওয়াতুল মুকাও-ওমাতুল ইসলামিয়াতুল আলামিয়াহ” (The Global Islamic Resistance Call) এর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এর ইংরেজী অনুবাদ করে যোগ করেন। বইটির ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন, Small Cell Terrorism এর আইডিয়াগুলো নিয়ে শাইখ চিন্তা করছিলেন ৯০ এর দশকের শেষের দিকে। এ বিষয়ের উপর ২০০০ সালের দিকে আফগানিস্তানে থাকা অবস্থায় রেকর্ডকৃত একটি ভিডিও লেকচার প্রকাশ করেন।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, শাইখের এই আইডিয়া / জিহাদের স্ট্রেটেজীর বয়স প্রায় এক যুগেরও বেশী। [Refer to Global Islamic Resistance call page: 6] এত বছর পর, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজী কোন দেশে কতটা প্রযোজ্য - সে ব্যাপারে শাইখের নিজের চিন্তাধারাতেও অনেক পরিবর্তন থাকতে পারে। শাইখ আস সুরী নিজেই বলেছেনঃ তার প্রাথমিক ধারণা ৯/১১ এর পর কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এবং উনি সেগুলি উল্লেখ করবেন। তিনি বলেছেনঃ

When I put forward the Resistance theories in their final form in 2000 in Kabul during the era of the Islamic Emirate in Afghanistan under the Taleban, I began the attempt to build their first nuclei on the soil of Afghanistan. The formula of the organizational setup, as I have explained in a series of lectures entitled 'Jihad is the Solution', and in video lectures entitled 'Resistance Units', was in a form which I will outline in this section, and I will subsequently mention the amendment [in this formula], which we were forced to make in the wake of the September events and the American campaigns, which forced us to amend the doctrine in order for it to fit the current reality.

তাই এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে বুঝা দরকার।

৩। **যুদ্ধের স্ট্রেটেজী ক্রম-পরিবর্তনশীল।** আমাদের এটাও জানা দরকার যে, এটা যুদ্ধের স্ট্রেটেজীর একটা ব্যাপার। আর যুদ্ধের স্ট্রেটেজী ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং যুদ্ধের কমান্ডারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এই স্মল সেল স্ট্রেটেজী বাংলাদেশে কিভাবে আমল করা হবে, অদৌ হবে কিনা - এই ব্যাপারে কায়েদাতুল জিহাদের উমারাদের নির্দেশনা জানা প্রয়োজন।

তাই বর্তমানে, পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তনের পর, এই Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজীর ব্যাপারে কায়েদাতুল জিহাদের বর্তমান আমীর ও উচ্চতর উমারাদের বক্তব্য কি - তা আমাদেরকে জানতে হবে। সেটা না করে - শুধু একটা pdf ফাইলের পিছনে পরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

৪। **আল-কায়েদার বর্তমান উমারা এর নির্দেশনাঃ** উল্লেখ্যঃ আস্-সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত আমীরুল জিহাদ, শাইখুল মুজাহিদ আইমান আল-জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ) এর সাম্প্রতিক “জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ দিক-নির্দেশনাতে” Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজীর ব্যাপারে আমরা সরাসরি কিছু পাই না। উনি কাউকে Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজী অনুসরণের জন্য বলেন নি, তিনি এই স্ট্রেটেজী নিয়ে কোন প্রশংসা করেন নি কিংবা এ ব্যাপারে কাউকে উৎসাহ প্রদান করেন নি। তারপর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর বক্তব্যেও Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজী অনুসরণের কোন আহবান ফুটে উঠে নি। বরং তাতে বাংলাদেশের মুসলিম উম্মাহকে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ করার আহবান ছিলো।

৫। **‘স্মল সেল’ কনসেপ্ট এর জন্ম যেভাবে?** শাইখ সুরী মূলতঃ কায়েদাতুল জিহাদ তথা শাইখ উসামা (রঃ) এর ‘Torabora Mentality’ অর্থাৎ “জন-বসতিহীন পাহাড়ী এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ” থেকে বের করে আনতে চেষ্টা করেছেন। Brynjar Lia এর ভাষায়ঃ

“Al Suri’s response to what he termed bin Laden’s ‘Tora Bora mentality’ was to develop theories for a decentralized jihadi struggle by autonomous cells without any fixed bases or traceable organizational ties”. [page-6]

শাইখ সূরী এর আইডিয়া / ইজতিহাদ থেকে কায়েদাতুল জিহাদের central leadership যা যা নেয়ার নিয়েছেন। শাইখ সূরী এর আইডিয়া এবং বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তারা ‘Tora Bora mentality’ পরিত্যাগ করে Urban Guerilla Warfare (জন-বসতিপূর্ণ এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ) পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। আর Small Cell Terrorism এর আইডিয়া নিয়েছেন একটু ভিন্ন ভাবে। অনেকটা Arranged small cell বলা যায়। বিভিন্ন অপারেশনাল স্মল সেল তৈরী করে মূলতঃ পাশ্চাত্যে হারবী কাফিরদের দেশে অপারেশনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শাইখ আস সূরী এর আলোচনাকে সামনে রেখে অথবা বাস্তবতার প্রয়োজনে তাঁরা সাংগঠনিক দিককেও যুগোপযুগী করেছেন কিন্তু পুরোপুরি সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে (Organization Efforts) বাদ দেননি। বরং এমনভাবে সাংগঠনিক দিককে (Organizational structure) ঢেলে সাজিয়েছেন যেনো, একজন মুজাহিদকে কাফির/মুর্তাদরা বন্দী করলেও একসাথে উপরের ও নীচের সবাইকে এরেষ্ট না করতে পারে। অনেকটা A combination of traditional Organizational structures and disintegrated small cell concept বলা যায়। যেটাকে এদেশীয় মুর্তাদ বাহিনী অনেক সময় “কাট-আউট” পদ্ধতি শব্দ দিয়ে বুঝাতে চায়। আর এই ধরনের জিহাদী তানজীমের উদাহরণ আমরা দেখতে পাইঃ সিরিয়া, মালি, ইয়েমেন ইত্যাদি দেশে। এসব জায়গায় Open Front Jihad চালু হয়েছে কিছুদিন আগে কিন্তু জামায়াতবদ্ধভাবে কাজ চলছিলো অনেক আগে থেকে। এসকল দেশ ছাড়াও পৃথিবীর অনেক দেশে কায়েদাতুল জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জামায়াতগুলো কাজ করে যাচ্ছে।

তাই শাইখ আস সূরী এর এই আইডিয়া স্বয়ং কায়েদাতুল জিহাদে কিভাবে নেয়া হয়েছে? - সেটাও যথেষ্ট বিবেচনার দাবী রাখে।

৬। এই কনসেপ্টের পক্ষে আমরা অন্য কোন মুজাহিদীন শাইখদের বক্তব্য পাই না। তবে এটা ঠিক Brynjar Lia এই Small Cell Terrorism স্ট্রেটেজীকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন - কোন মুজাহিদীন শাইখদের থেকে এই পদ্ধতির ব্যাপারে আমরা এই রকম কোন প্রশংসা শুনিনি। বরং এই ক্ষেত্রে তারা balanced একটা view নিয়েছেন। যে কোন নতুন আইডিয়াকে তারা reject করেন নি আবার এত উল্লসিতও হননি যে, যাচাই-বাছাই ছাড়াই আগের সকল system বাতিল করে দিয়ে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, সামির খান রাহিমাহল্লাহ ভাই এর মাধ্যমে (ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনে) এই ব্যাপারে আমরা আলাদা লিখা পেয়েছি। কিন্তু কোন শাইখের মুখ থেকে এই পদ্ধতি হুবহু অনুসরণের ব্যাপারে আলাদা কোন নির্দেশনা আসেনি।

৭। এক বিশেষ পরিস্থিতির জন্য ছিলো এই স্ট্রেটেজীঃ এছাড়া শাইখ সূরী নিজেই বলেছেনঃ

I believe that it will perhaps be a long time, God knows, before we, or some other of the Mujahidun, will be able to centralize once again and operate face-to-face [with the enemy] defending fixed positions and fighting along battle-fronts. The premises of the current situation force us to operate through two circles: the first and the third:

অর্থাৎ “আল্লাহই ভালো জানেন, তবে আমার ধারণা আমাদের অথবা অন্য কোন মুজাহিদ্দীনদের আবারো একত্রিত হয়ে (শত্রুর সাথে) নির্দিষ্ট এলাকায় থেকে সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করতে অনেক দীর্ঘ সময় লাগবে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদেরকে বাধ্য করছে প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করতে”।

এখন দেখা যাচ্ছে, শাইখ ৯/১১ পরবর্তী যে দুঃসময়ে শাইখ এই ধারণা করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছায় সেই কঠিন দিনগুলো শেষ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আজ মুজাহিদ্দীনরা কালো পতাকা হাতে নির্দিষ্ট এলাকায় থেকে কাফির বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করছেন।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয়, শাইখ এই স্ট্রেটেজী propose করেছিলেন একটা বিশেষ অবস্থার কারণে যখন তিনি ও অনেক মুজাহিদ্দীন আফগানিস্তানের fixed bases থেকে হিজরত করতে বাধ্য হন। কায়দাতুল জিহাদের উমারা ও মুজাহিদ্দীনরা তাদের দীর্ঘদিনের fixed bases থেকে সরে যেতে বাধ্য হন।

কিন্তু একটা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে নেয়া যুদ্ধ-কৌশল আর সাধারণ সময়ের যুদ্ধ-কৌশল সবসময় এক নাও হতে পারে। এই ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

৮। শাইখ আস সুরীর ভাষায় Small Cell এর কিছু আলোচনা - প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।

ক) The First Circle or the Guidance Center:

শাইখের উল্লেখিত First Circle এর কাজ খুবই লিমিটেড। বিভিন্ন স্টেটমেন্ট, educational program, doctrinal program দেয়ার কথা এই সার্কেল এর। এছাড়াও open front এলাকাতে military active centralized unit তৈরী করাও এই সার্কেলের কাজ। বুঝা যাচ্ছে: নতুন কোন ভাই, যিনি জিহাদের ময়দানে এক সপ্তাহও কাটাননি কিংবা ৪/৫ টি বুলেটও ছুড়েন নি, যাদের দীর্ঘদিন ধরে জিহাদের অভিজ্ঞতা নেই, তাদের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়।

তাই আমরা যারা জিহাদের পথের নতুন পথিক, তাদের জন্য এই সার্কেলে কাজের সুযোগ নেই। যারা নিজে কোনদিন জিহাদে শরীক হয়নি, তারা Guidance Center এ থেকে অন্যকে গাইডলাইন দিবে কিভাবে? এটা মূলতঃ সিনিয়ার লেভেল মুজাহিদ্দীন উমারাদের কাজ।

খ) 2nd circle: The Circle of Coordination:

এই সার্কেলের ব্যাপারে শাইখের কথা হলো:

Secondly: the circle of coordination or 'the Decentralized Units':

This consists of elements with whom mutual contacts are possible and who can be subjected to ideological, programmatic, and educational qualification courses. These courses should be comprehensive in terms of their ideological, behavioral, military and organizational content. Upon request, the program of these cadres will be to depart from the front, spread throughout the world, each one according to his circumstances and life situation, and operate completely freely and separately from the Centralized Unit in terms of organization, in

As for everything else, the bonds are completely separated. The advantage of these [Decentralized] Units over the following is that their leadership can oversee their education directly with regards to the Call, and this enables them to transmit the educational styles, the methods of ideas, thinking and operations in a correct manner.

দেখা যাচ্ছে এই সার্কেল হচ্ছে: যাদের সাথে মুজাহিদ্দীন শাইখদের যোগাযোগ সম্ভব এমন ব্যক্তিদেরকে মানহাজ, সামরিক, সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে গঠন করা হবে। বিভিন্ন এলাকা থেকে অনুরোধ আসলে এই প্রশিক্ষণকে শাইখরা জিহাদের ময়দানের বাইরে অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে দিবেন। সরাসরি মুজাহিদ্দীন শাইখদের সাথে সম্পর্ক থাকাকে এই সার্কেলের একটা সুবিধা হিসেবে তিনি গণ্য করেছেন।

সহজেই অনুমেয়: এখন বাংলাদেশে বসে থেকে শাইখদের কাছে এই প্রশিক্ষণের আশা করা বোকামী হবে। তাই যে সকল ভাইরা বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে গিয়ে শরীক হবেন, তাদের একটা সুযোগ থাকবে, এই সার্কেলে সম্পৃক্ত হবার। এর জন্য আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে গিয়ে শরীক হতে হবে ও শাইখদের থেকে সরাসরি এই ব্যাপারে শিক্ষা লাভ করতে হবে। ফেসবুকে কিংবা নেটের মাধ্যমে এটা সম্ভব না।

খ) **3rd circle: The Resistance Call Units**

(১) **Building Units.** যারা অন্য 'স্মল সেল' তৈরী করবেন। এই ইউনিটগুলির ব্যাপারে শাইখের কথা হলো:

The necessary characteristics of the elements and Units whose mission is to build [new] Units, are:

1. They should be undetected and capable of moving safely and freely in the surrounding society where they live.

4. A suitable level of proficiency in conducting secret training in light arms, explosives and other light guerrilla warfare weaponry.
5. Capability to stay in contact with some sources of financing for the Resistance in order to supply the Operative Units which they have established, with start-up money in order to get them going.

অর্থাৎ, তারা undetected বা অপরিচিত হতে হবে। ওপেন প্রফাইলের কেউ হতে পারবে না - যিনি নিজ বাসায় বসে সাপ্তাহিক দারস্ দিচ্ছেন কিংবা নিজের ওপেন আইডিতে ফেসবুকে শত শত ভাইদের সাথে আপেলি যোগাযোগ রাখছেন। তারা হালকা অস্ত্র (পিস্তল, রাইফেল, সাব মেশিনগান, গ্রেনেড ইত্যাদি), গেরিলা যুদ্ধ কৌশল ইত্যাদির উপর একটা ভালো মানের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়াও কিছু অর্থ জোগানদাতা (Donor) এর সাথে পরিচয় আছে, যাতে তার হাতে তৈরী 'স্মল সেল'গুলোকে একটা লেভেলের আর্থিক সহায়তা করতে পারেন।

সহজেই অনুমেয়: বাংলাদেশে জিহাদের পথের পথিক নতুন কোন ভাইদের মধ্যে এই কয়েকটি যোগ্যতার সম্পন্ন ভাই পাওয়া খুবই কষ্টকর। এমনকি স্মল সেল কনসেপ্টের প্রবক্তা সিনিয়র অনেক ভাইও Building Unit হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, দীর্ঘদিন কোন ময়দানে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করা কোন ভাই হয়তো Building Unit হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

শাইখ আরো বলেছেন:

Hence, if we presuppose that the element, the Unit builder has trained four or five separate Units, which are completely separate, and whose members do not know one another, and do not know anything about the others.

[A] [B] [C] [D] [E] [F]

Now, each and everyone of them are given an assignment to build their own Unit, consisting of two or three elements, or only one element operating alone, if he wishes, and they are given a date, before which they cannot start operating in order to allow the builder to distance himself from their arena [of operation] because he is the only vulnerable spot for these groups.

Prior to this date, the founding element from the Unit builders, [i.e. the person who founded the above-mentioned Units] must leave for a location which is unknown to the Units so that they cannot lead [the authorities] to him.

He may leave either for one of the open fronts in areas outside [government] control or he may travel to another country using personal papers which nobody knows anything about, or he may go into complete hiding in a new arena.

Or it may be in the program that the founding element should undertake a martyrdom mission after he has built a number of cells, because he represents the only fatal point [of weakness] from a security perspective for the Units which he has built. If one of the cells is arrested, its members cannot reveal information about anyone except him [i.e. the Unit builder] because they know nobody else.

It is absolutely necessary that the founding element takes every precaution to avoid saying or revealing through his movements, or by hints or encouragement, anything that may suggest to some of the elements [i.e. Units] that he has recruited others. Some of them may be able to guess who these others are and inform on some of them.

whom he persuades [to join the Unit]. They then prepare themselves based on these studies [i.e. apparently the book The Global Islamic Resistance Call], they find a name for their Unit and start operating immediately. They do not attempt to organize others, and they do not operate in the field of calling to Islam, instigation, but they devote themselves to direct action. These are the highest security precautions.

অর্থাৎ, Building Unit এ যারা কাজ করবেন তারা প্রত্যেক সেল এর লীডারকে আলাদা আলাদাভাবে তৈরী করবেন। এক সেল এর লীডার এর সাথে আরেকজনের পরিচয় করিয়ে দিবেন না। এমনকি এই ব্যাপারে কোন ধারণাও যাতে সেলগুলোর লীডারদের না থাকে। এর সেলগুলিকে অপারেশন শুরু করার একটা নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে দিবেন, এর আগেই তিনি ঐ এলাকা পরিত্যাগ করবেন অথবা কোন Martyrdom operation এ অংশগ্রহণ করবেন।

তাই যারা ইতিমধ্যে ওপেন দায়ী হিসেবে কাজ করছেন, তাদের জন্য এখন Building Unit হিসেবে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ একটা সেল এর অপারেশন এর পরপরই তাদের হাল্কাতে আসা-যাওয়া সবাই তখন বন্দী হবার সম্ভাবনা থাকবে অথবা নজরদারীতে চলে আসার সম্ভাবনা থাকবে। কারণ সবাই এখন inter linked with their original profile. এ ধরনের ওপেন দায়ী ভাইদের হাতে তৈরী কোন সেল অপারেশনে গেলে Traditional organization থেকেও বেশী বিপদজনক হতে পারে। যার উদাহরণ আমরা সম্প্রতি নাস্তিক ব্লগার কিলিং অপারেশনে দেখেছি। এক নাস্তিককে হত্যা করার অপারেশনে একজন ওপেন দায়ী ভাই এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ভাই এটাতে শরীক থাকায় এক ডজনের উপর ভাই ও একজন মুজাহিদ শাইখ বন্দী হয়েছেন। যদিও ঐ ভাইরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ এর কাছে অনেক বড় জায়া পাবেন এবং তারা ইনশাআল্লাহ সফল কিন্তু 'জিহাদের স্ট্রেটেজী' হিসেবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, এটা কি আমরা গ্রহণ করবো? এই কথাটাই শাইখ উল্লেখ করেছেন একটা সতর্কতা সহকারে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

Secondly: Warning not to mix the Unit's military activity with media and recruitment activity.

Those Mujahidun who undertake the building of Units must take all precautions not to mix media and recruitment activities with military activities. If they do, they will incur harm upon themselves and others.

(২) **The Operative Units.** যে সেলগুলো সরাসরি অপারেশন করবে। যে সকল ভাগ্যবান ভাইদেরকে Building Unit হিসেবে কাজ করছেন এমন কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ মুজাহিদ টার্গেট করবেন ও তার কোন কোন সেল এ শরীক করে নিবেন, তারা আসলে 'অপারেটিভ ইউনিটে' কাজ করার সুযোগ পাবেন।

এ ধরনের সেল এর ব্যাপারে শাইখ বলেছেন:

above. The mission of these [Operative] Units is to commence with jihadi activity, join the combat immediately, educate themselves on the Call's program, and *not be dragged into expansion and transformation into building other cells. They should resist the instinctive feeling of a wish to expand in order to avoid a transformation into small hierarchical secret organizations. This is very dangerous* and might lead to their swift arrest, must God prevent that.

অর্থাৎ, এই সকল সেল এর মিশন হচ্ছে: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিহাদী কাজে (অপারেশনে) শরীক হওয়া। তারা যেনো দাওয়াত দিয়ে তাদের সেল এর আকার বড় করার চেষ্টা না করেন। এটা খুবই বিপদজনক হবে।

বুঝা যাচ্ছে, এই সেলগুলোর কাজ হচ্ছে অপারেশন। দাওয়াত দেয়া, সাপ্তাহিক হালকাতে শরীক হওয়া, ফেসবুক স্টাটাসে লাইক দেয়া, মিডিয়া কাজে শরীক থাকা এসব সেল এর কাজ নয়।

আর যে কোন ধরনের ভালো মানের অপারেশনের জন্য দরকার অস্ত্র, এক্সপ্লোসিভ। যা জোগাড় করা যে কোন সেল এর সদস্যদের জন্য সহজ নয়। শাইখ বলেছেন:

Weapons of the first stage: Are primitive weapons and personal one-man weapons, such as revolvers and light and medium machine guns at the most, light anti-tank weapons such as the R.P.G. and its equivalents, hand grenades, as well as home-made and military explosives.

Now, in view of this introduction, the present situation and according to the Global Islamic Resistance theory, its political and military goals, we find ourselves currently at the first stage. What we need now, and for a long time ahead, are weapons suitable for the Resistance and the jihadi guerrillas during the first stage. [This is true] especially for the popular and simple Global Islamic Resistance Units, which lead a war of attrition against American forces, her foreign allies and local agents, as explained in the second (political) and third (military) section. In areas where we are compelled to confront the enemy through semi-overt operations, as is happening now in Iraq and Afghanistan, and tribal areas in Sarhad, we are required to develop weapons of the second stage.

অর্থাৎ, এই থিওরী অনুযায়ী বর্তমানে তার ১ম পর্ব চলছে, আর প্রথম পর্বের জন্য উনি যে সকল অস্ত্র উপযোগী মনে করেছেন, সেগুলি হলোঃ রিভলবার, হাঙ্কা ও মাঝারী ধরনের মেশিনগান, RPG, হ্যান্ড গ্রেনেড ইত্যাদি। এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার, আমরা যারা স্মল সেল নিয়ে বেশী মাতামাতি করছি, তারা বিগত কয়েক বছরে কতটি পিস্তল, রিভলবার জোগাড় করতে পেরেছি? বাস্তবে কি এটা এত সহজ? ২/১ টা সেল এর ভাইরা এই ধরনের অস্ত্র জোগাড় করতে পারলেও প্রত্যেকটা স্মল সেল কি এ ধরনের অস্ত্র জোগাড় করতে পারবে?

আল্লাহু আলা'ম, সম্ভবতঃ বিল্ডিং ইউনিট ও অস্ত্রের অভাবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত স্মল সেল অপারেশন তেমন একটা দেখা যায় নি। তাই সবাইকে স্মল সেল এর দিকে তাহরীদ করাটা বাস্তবতা বিবর্জিত হবে।

(৩) **The Secret Agitation Cell:** এ ধরনের সেল এর ব্যাপারে শাইখ বলেছেনঃ

C. The Secret Agitation Units: These Units are formed by very small cells of one to three elements [persons] that have religious, political, ideological and media experience, organizational awareness, and experience in using the Internet and electronic communication equipment. The mission of these Units is to spread the Call and redistribute its literature, its research studies, and its various programs by clandestine means, especially over the Internet. They should work on translating

এই ধরনের সেল মূলতঃ মিডিয়াতে কাজ করবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছেঃ বাংলাদেশের 'জিহাদের পথিক ভাইরা' যারা স্মল সেল টেররিসম কনসেপ্টে fascinated হয়ে আছেন, তাদের অধিকাংশ উপায়ান্তর না দেখে এই ধরনের মিডিয়া সেল হিসেবে কাজ করা শুরু করেছেন / করবেন। যদি অবস্থা এই দাঁড়ায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশে শুধু 'স্মল সেলের' ব্যাপারে তাহরীদ হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু 'স্মল সেল

কনসেপ্ট’ অনুযায়ী অপারেশন হচ্ছে না একটাও। বিগত এক যুগ থেকে আমরা এদেশে ‘স্মল সেল কনসেপ্ট’ অনুযায়ী কোন অপারেশন দেখিনি। কিন্তু শাইখ সূরী বলেছেনঃ

Thirdly: The Resistance Call is a call to serious activity

The Mujahidun must be aware of the fact that a few Units are sufficient for agitation, and that there is a pressing need for Operative Units. The basis of the important obligation [of jihad] is combat, ‘Then fight in Allah’s cause – Thou art held responsible only for thyself’ [Surat al-Nisa’, 4-84]. As for agitation, it is a community obligation and for those who are able and qualified to undertake it.

অর্থাৎ, “মুজাহিদ্দীনদেরদের জানা উচিত যে, কিছু মিডিয়া ইউনিট থাকলেই চলবে। মূলতঃ প্রয়োজন হলোঃ অপারেটিভ ইউনিটের”।

কিন্তু বাস্তবে স্মল সেল কনসেপ্টের ভক্ত ভাইদেরকে দেখা যায়, অপারেটিভ ইউনিট গঠনে অনীহা। এটা জিহাদ থেকে দূরে থাকার কোন উপায় যাতে না হয়। তাই যারা স্মল সেল কনসেপ্টে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত ‘অপারেটিভ সেল’ গঠন করা। সবাই মিলে শত শত মিডিয়া সেল গঠন করা উচিত হবে না। আল্লাহর ইচ্ছায়, যে সকল ভাইরা “অর্পেনাইজড জিহাদ” করছেন, তারা একাধিক ‘মিডিয়া সেল’ চালাচ্ছেন। আর ফেসবুকে তো আলহমাডুলিল্লাহ অনেকগুলো জিহাদী পেইজ ইতিমধ্যে হয়েছে।

এই ছিলো বিভিন্ন ধরনের স্মল সেলের ব্যাপারে শাইখের কিছু বক্তব্য ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা। এর সারকথা হলোঃ

- ক) স্মল সেল কনসেপ্টের ১ম ও ২য় সার্কেলে কাজ করার কোন সুযোগ বাংলাদেশের নতুন কোন জিহাদের পথের পথিক ভাই এর নেই। কারণ এর জন্য জিহাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও মুজাহিদ্দীন শাইখদের সাহচর্য প্রয়োজন।
- খ) বাংলাদেশের অপারেটিভ সেল গঠন করার মতো ‘বিল্ডার ইউনিট’ এর অভাব রয়েছে। নতুন কোন ভাই অথবা জিহাদের অভিজ্ঞতাহীন কোন ভাই ‘বিল্ডার ইউনিট’ হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।
- গ) স্মল সেল কনসেপ্টের প্রবক্তা ওপেন দায়ী ভাইরাও ‘বিল্ডার ইউনিট’ হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।
- ঘ) যে সকল ভাইরা বাংলাদেশে স্মল সেল কনসেপ্টের প্রবক্তা, তারা নিজেরাই এই কনসেপ্টের বিপরীত কাজ করছেন। তারা নিজ প্রোফাইলে অনেক ভাই এর সাথে সম্পর্ক রাখছেন এবং অপারেশন না করে, তারা ‘স্মল সেল কনসেপ্ট’ এর দাওয়াহ দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

৯। বাংলাদেশের ব্যাপারে আল-কায়েদার পরিকল্পনা জানতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে বাংলাদেশের ব্যাপারে আল-কায়েদার বর্তমান উমারাদের পরিকল্পনা জানার ও বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আর সেটা ফেসবুক / নেটের কিংবা জিহাদী ফোরামগুলোর মাধ্যমে সম্ভব নয়। পিডিএফ ফাইল পড়ার মাধ্যমে জানাতো রীতিমতো হাস্যকর। জিহাদের ময়দানে গিয়ে শাইখদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তা জানতে হবে।

এদেশের জিহাদের স্ট্রিটেজীর নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে যেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে তেমনি যুদ্ধের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান থাকতে হবে। শুধু কিছু পিডিএফ ফাইল পড়ে কিংবা মিডিয়ার কাজ করে একটি দেশের জিহাদের স্ট্রিটেজী নিয়ে নিজের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করা শুরু করলে তা ‘রুয়াইবিদা’দের মতো না বুঝে কথা বলার সামিল হতে পারে।

আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, The Global Islamic Resistance Call কায়েদাতুল জিহাদের একমাত্র স্ট্রিটেজী এর উপর বই/আইডিয়া নয়। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইও নয়। বরং জিহাদের স্ট্রিটেজীর ব্যাপারে আরো কিছু বইও আছে। কিছু কিছু বই আল আনসার আরবী ফোরামের ভাইরা “হাকিবাতুল মুজাহিদ্দীন” নামক প্যাকেজে একত্রিত করেছেন। সেটাতে আক্বীদা ও মানহাজের উপর কয়েক হাজার বই/আর্টিকেল আছে। এছাড়া যাদের সরাসরি মুজাহিদ্দীন উমারাদের সাথে যোগাযোগ নেই, তাদের জন্য শাইখ জাওয়াহিরি হাফিজাহিন্নাহের বাংলাদেশ বিষয়ক সাম্প্রতিক অডিও থেকে স্মল সেলের আইডিয়াকে যাচাই-বাছাই করার সুযোগ হয়েছে।

আমাদেরকে এটাও বুঝতে হবে যে, শাইখ আবু মুসআব আশ সুরী আল-কায়েদার একমাত্র নেতা নন। আল-কায়েদার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্মল সেল এর ব্যাপারে কি বলছেন? বিশেষতঃ বর্তমান আমীরুল জিহাদ শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি (হাঃ) কি বলছেন? - তা আমাদের দেখা উচিত।

১০। বাস্তবে অপারেটিভ ইউনিটের উদাহরণ নেই বললেই চলে। আমরা 3rd Circle এর Operative Units এর বাস্তব উদাহরণ খুব বেশী পাই না - যা আমাদের দেশের ‘স্মল সেল কনসেপ্ট’ এ অনুপ্রাণিত ভাইদের একমাত্র সম্বল। যেমনঃ

- ৯/১১ কোন অপারেটিভ ইউনিটের কাজ ছিলো না, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল তানজীমের একটা প্রজেক্ট, খুব বেশী হলে এটাকে 2nd Circle (The Circle of Coordination) এর একটি অপারেশন বলা যায় কারণ এই ভাইদের অনেকেই জিহাদের ময়দানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও শাইখদের মাধ্যমে নির্বাচিত।
- ৭ জুলাই ২০০৫ এর “লন্ডন টিউব রেল অপারেশন” কিন্তু Operative Units এর কাজ নয়। এই ভাইদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে সেন্ট্রালি পাবলিশ করা হয়। বুঝা যায় যে, এটা সেন্ট্রালি কোর্ডিনেটেড।
- ১৯৯৮ সালের দারুস সালাম ও নাইরোবিতে ইউএস এম্বেসী বোম্বিংও ছিলো সেন্ট্রাল কোর্ডিনেটেড অপারেশন।
- ২০০০ সালে ইউএসএস কো’ল এ হামলাটাও Operative Units এর কাজ নয়।
- ভাই উমার ফারুক আব্দুল মোতালেব এর “প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ” প্রচেষ্টা ছিলো একিউএপি এর একটা প্রচেষ্টা, এটাও কোন একক সেল এর কাজ ছিলো না।

- ভাই নিদাল হাসান এর অপারেশনটা ছিলো - অনেকটা একক সেল এর মতো। কিন্তু এটাকে Operative Units এর কাজ না বলে একটা Loan Wolf Operation (যে ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিনের একটা মেজর কনসার্ন ছিলো) বলা যায়। এরকম প্রশিক্ষিত, অস্ত্রসহ কোন ভাই থাকলে এই রকম অপারেশনে জড়িত হতে পারেন। কিন্তু Small Cell Terrorism কনসেপ্ট এর সাথে এর মিল নেই কারণ নিদাল হাসান ভাই এর সাথে স্বয়ং ইমাম আনওয়ার আল আওলাকী (রঃ) এর যোগাযোগ ছিল। উনি শাইখের খুতবাহ, সাক্ষাত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

- টাইম স্কয়ার এ ভাই ফাইসাল শেহজাদ এর প্রচেষ্টাও ছিলো একটি 2nd Circle (The Circle of Coordination) উনি নিজেই ওয়াজিরিস্তানে প্রশিক্ষণের কথা জানিয়েছেন।

- সৌদি মুরতাদ মন্ত্রী মোহাম্মদ বিন নায়েফ এর হত্যা প্রচেষ্টাও একিউএপি এর একটা প্রজেক্ট ছিলো। এটা মুজাহিদ্দীনরা ঘোষণাও দিয়েছেন।

- ২০১৩ সালের ‘বোষ্টন মেরাথন বোম্বিং’ এ জড়িত Tamerlan Tsarnaev ভাইগণ নিজেরা কোন Operative Unit গঠন করেছিলেন নাকি তারা 2nd Circle (The Circle of Coordination) এর কোন সেল, তা আমরা নিশ্চিত নই। চেননিয়াতে বাড়ি হওয়ায় এই দুই ভাই ঐখানকার ময়দানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কিনা তা একটি প্রশ্ন। তবে “প্রেশার কুকার” এ এক্সপ্লোসিভ সেট করায় এই ভাইরা self organized small operative cell হিসেবে কাজ করেছেন বলেই মনে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে পুরো পৃথিবীতে, এমনকি ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিনের তাহরিদ এর পরও সম্পূর্ণভাবে নিজেরা কয়েকজন মিলে একটা সেল গঠন করে অপারেশন হয়েছে - এর উদাহরণ খুবই কম। প্রায় নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র ‘বোষ্টন বোম্বিং’ অপারেশনকে আমরা এই কাতারে ফেলতে পারি, সেটাও হারবী কুফফার একটি দেশে। কোন মুসলিম ভূমিতে নয়।

তাই Small Cell Terrorism এ fascinated ভাইদের এই ব্যাপারটা বুঝা উচিত ও মনে রাখা উচিত।

আর বাংলাদেশে এর উদাহরণ আমরা খুঁজতে গেলাম না। নাস্তিক ব্লগার রাজিব হত্যাকাণ্ড (অপারেশনে জড়িত ভাইদেরকে আল্লাহ কবুল করুন ও তাদের মর্যাদাকে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক উঁচু করে দিন) এর ব্যাপারে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

১১। **জিহাদী ফোরামগুলোতে অনুপস্থিতির কারণে অজ্ঞতাঃ** যে সকল ভাই এই ‘স্মল সেল থিওরী’ এর সবচেয়ে বড় প্রবক্তা, যারা বাংলাদেশে ‘অর্গেনাইজড জিহাদকে’ খাটো করে দেখেন অথবা ‘উচিত নয়’ মনে করেন, তাদের খুব কমই আনসার^১, ফিদা, শুমুখ আল ইসলামী প্রভৃতি জিহাদী ফোরামের সাথে যুক্ত। যার ফলে জিহাদের বর্তমান হাল-হাকীকত নিয়ে তাদের জানার সুযোগও হয় না। বিভিন্ন দেশের মুজাহিদ্দীন ভাইরা কি চিন্তা করছেন? তা বুঝার, তাদের সাথে আলোচনার সুযোগ তাদের হয় না। আর শুধুমাত্র কিছু কিছু পিডিএফ ফাইলের উপর ও ব্যক্তিগত ২/৪ টা ইমেইলের উপর নির্ভর করে চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে ভুল হবেই।

১২। ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিনে প্রকাশনা।

সামির খান রাহিমাহুল্লাহ এর 'ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিনে' 'স্মল সেল কনসেপ্ট' এর ওই আর্টিকেলটা পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় অনেক ভাই মনে করেন, এটাই বুঝি আল-কায়েদা এর একমাত্র কনসেপ্ট। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, 'ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিন' হচ্ছে একিউএপি এর একটা প্রডাক্ট। এটা আল কায়েদা সেন্ট্রাল এর কোন প্রোডাক্ট নয়। এই ম্যাগাজিনের মূল টার্গেট 'পশ্চিমা দেশে অবস্থিত মুসলিম যুবকগণ'। ইংরেজী ভাষাভাষীরাই এই ম্যাগাজিনের মূল টার্গেট। মধ্যপ্রাচ্য, উপমহাদেশের মুসলমানরা যারা মূলতঃ আরবী, উর্দু-বাংলা ভাষাভাষী তারা এর মূল টার্গেট নয়।

আর এটা ঠিক যে, 'স্মল সেল অপারেশনের' এর কনসেপ্টটা পশ্চিমা হারবী কুফফারদের দেশে খুবই উপযোগী। তবে মুসলিম এলাকাগুলোতে এটা কিভাবে, কোথায় বাস্তবায়ন হবে, সেটা নির্ভর করবে ঐ দেশে অবস্থিত জিহাদের উমারাদের উপর। এবং ইঙ্গপায়ার ম্যাগাজিনে এই কনসেপ্টের পুনঃপ্রকাশ হলেও আমরা কোন মুসলিম দেশে এখনো এই ধরনের কোন অপারেশন দেখিনি। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ওয় সার্কেলের অপারেটিভ সেল এর মাধ্যমে অপারেশন বাস্তবে অনেক কষ্টকর।

১৩। বর্তমান জিহাদী তানজিমগুলোর Structure. এছাড়া স্মল সেল এর প্রবক্তা ভাইদের এটা জানা ও বুঝা প্রয়োজন যে, বর্তমানে যারা জামায়াতবদ্ধভাবে অর্গেনাইজড জিহাদের কাজ করছেন তারা traditional organizational structure এ কাজ করছেন না। শাইখ আস সুরী পুরাতন Organizational Structure এর ব্যাপারে যে আলোচনাগুলো করেছেন, তা বর্তমান জিহাদী তানজিমগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। শাইখ বলেছেনঃ

First: The method of building multiple Units by the building elements in the Operative Units

We have previously discussed the method of building hierarchical secret organizations and its dangers due to the fact that the arrest of one element in the hierarchy leads to the arrest of those who are

449

with him, above him and below him in the organization, and in this way the circles of arrest expand until they destroys the organizational hierarchy entirely. So if we have an organizational pyramid and one element is arrested, his arrest will lead to a confession by him about those who are on his [organizational] level, those who are above him, and those who have such responsibilities [sic!].. In this way the catastrophe repeats itself with the arrest of those below him. Everywhere during past experiences, the types of arrests, the brutal and immoral torture have led to the abortion of the strongest secret organizations.

এখানে শাইখ আস সূরী আগের জিহাদী জামায়াতগুলোর পুরাতন structure এ যে দুর্বলতা ছিলো সেই ব্যাপারে কথা বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে কি আমরা কোন জিহাদী তানজিমের মধ্যে এই রকম সমস্যা দেখি? বিগত ৪/৫ বছরে এমনকি বাংলাদেশেও হুজি, জেএমবি, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (যদি এটাই এই ভাইদের নাম হয়ে থাকে) এসব জামায়াতের কেউ কেউ বন্দী হয়েছেন আর সাথে সাথে তাদের পুরো জামায়াতকে একসাথে গ্রেফতার করা হয়েছে - এই রকম কোন ঘটনা আমরা দেখিনি। কারণ বর্তমানে জিহাদী জামায়াতগুলো A combination of Traditional Organizational Structure and Decentralized Small Cell অনুসরণ করে। এটাকে মুরতাদ বাহিনী ‘কাট-আউট’ পদ্ধতি বলে।

তাই বিস্তারিত না জেনে এই কথা বলা এখন হাস্যকর যে, এদেশে ‘অর্গেনাইজড জিহাদ’ এখন উচিত নয়। এটা বিপদজনক। সবাই স্মল সেল পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এখন বাংলাদেশে অর্গেনাইজড জিহাদ আল-কায়েদা এর পদ্ধতির খেলাফ ইত্যাদি। বাস্তব ময়দানে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকায়, স্মল সেল এর প্রবক্তা ভাইরা না জেনেই অনেককে এ ব্যাপারে ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন।

১৪। জিহাদের ময়দান (Open Filed Jihad) কয়েম হবে কিভাবে? শাইখ আস সূরী তাঁর কিতাবে মূলতঃ তিনটি অবস্থা আলোচনা করেছেনঃ Open Fileds, Traditaional Organizations ও Small Disintegrated Cells। কিন্তু যে সকল দেশে যুদ্ধের ময়দান খুলতে হবে কিংবা খোলার কাজ চলছে - সেসব দেশে কিভাবে কাজ চলবে? - তা এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। কেউ যদি মনে করে এই রকম ‘স্মল সেল’ দিয়ে একটি দেশে ওপেন জিহাদের ফিল্ড তৈরী করে ফেলবে - উনি বাস্তবে হয়তো একটি অপারেশনেও শরীক হননি কিংবা কয়েকটি বুলেটও ছুড়েন নি। ইয়েমেনে বিগত কয়েক বছর আগ থেকে অপেন ফিল্ড হিসেবে কাজ শুরু হয়েছে। এর আগে সেখানে ‘স্মল সেল’ এর অপারেশন কতটি হয়েছে? শামে কি হয়েছে? দুনিয়ার কোন দেশে কি ‘স্মল সেলের’ মাধ্যমে জিহাদের ময়দান খোলা হয়েছে?

এই ব্যাপারটা এই ভাইদের ভালোভাবে বুঝা দরকার।

আর কেউ যদি শুধুমাত্র শাইখ আস সূরী এর একটি কিতাব পড়ে ‘বাংলাদেশে জিহাদের ফ্রন্ট খোলা উচিত কিনা?’ এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, তাকে মেডিকেল সাইন্সের বই পড়ে নিজ হাতে অপারেশন করতে যাওয়া পাগলের মতোই মনে হবে!! যাদের নিজেদের দীর্ঘদিন জিহাদের অভিজ্ঞতা নেই, যারা নিজেরা দুই/চারটি রেইড-এমবুশেও শরীক হয়নি - তারা একটি দেশের জিহাদের ওপেন ফিল্ড খোলা হবে কিনা? - এই ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করা হাস্যকর বৈকি!! জিহাদের পথেও আমাদেরকে অনেক grown up হতে হবে। আমাদেরকে ময়দানে গিয়ে শাইখদের থেকে জিহাদ শিখতে হবে। জিহাদের ব্যাপারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে ‘রুয়াইবিদাদের’ মতো কথা বলা থেকে হেফাজত করুন।

১৫। গ্লোবাল জিহাদে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রেরণ। আমাদের সবার এটাও বুঝা জরুরী যে, যে সকল দেশে ওপেন ফিল্ড জিহাদ নেই সেসব দেশে সবাই ‘স্মল সেল কনসেপ্ট’ অনুসরণ করা শুরু করলে ‘গ্লোবাল জিহাদের’ কনসেপ্টটা পুরোটাই ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন এ সকল দেশের মুজাহিদ্দীনরা আল-কায়েদা সেন্ট্রালকে অথবা অন্যান্য দেশের মুজাহিদ্দীনদেরকে আর্থিক সাহায্য-সমর্থন পাঠাবে কিভাবে? মুজাহিদ পাঠিয়ে সাহায্য করবে কিভাবে? ট্রেনিং এর জন্য

মুজাহিদদেরকে পাঠাবে কিভাবে? এই যে শাইখ জাওয়াহিরী আমাদেরকে আফগানিস্তানে মুজাহিদ্দীনদের বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে বললেন, আমাদের সকল শক্তি-সামর্থ্য সেই দিকে ব্যয় করতে বললেন - জামায়াতবদ্ধ হওয়া ছাড়া এই কাজ কিভাবে করা যাবে? প্রত্যেকে সেল কি আলাদাভাবে সেখানে যোগাযোগ রাখবে? সবাই কি আলাদাভাবে সেখানে টাকা পাঠাবে? সবাই কি আলাদাভাবে সেখানে যোগাযোগ রেখে মুজাহিদ প্রেরণ করবে?

এই বাস্তব ব্যাপারগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। যারা জিহাদের ময়দানের বাস্তব কাজে নেই - যারা শুধুমাত্র ‘স্মল সেল’ কনসেপ্টে বিভোর - তারা এই ব্যাপারগুলো হটাৎ করে বুঝা অবশ্য কষ্টকর।

১৬। বাংলাদেশে স্মল সেল অপারেশন এর টার্গেট সংখ্যা। এছাড়া আরেকটি ব্যাপার বুঝা দরকারঃ বাংলাদেশে স্মল সেল অপারেশনের কতটি টার্গেট আছে? শাইখ জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এর গাইডলাইন অনুযায়ী মূলতঃ আমেরিকা ও ভারতীয় টার্গেটে অপারেশন করলে বাংলাদেশে কতটি টার্গেট পাওয়া যাবে? একটি সেল যদি বছরে ২/৩ টি অপারেশন করে তাহলে বাংলাদেশে কতটি সেল প্রয়োজন? তাহলে গণহারে সবাইকে ‘স্মল সেল’ এর দিকে তাহরীদ করার যৌক্তিকতা কতটুকু?

১৭। স্মল সেল কোন দাওয়াহ কিংবা মিডিয়া সেল নয়। ‘স্মল সেল’ হলো অপারেশনাল সেল। এটা দাওয়াহ এর সেল নয়, এটা মিডিয়া এর সেল নয়। শাইখ আস সূরী নিজেই বলেছেনঃ

The activist does not let Satan turn him away from [jihadi] activity by convincing him that he [instead] instigates others or recruits others [to undertake jihad]. This is the delusion of Iblis [i.e. the Devil]. The mission of recruiting others is a huge responsibility because it requires [of the recruiter], as we have noted already, that he completely disappears from the arena in which he has recruited other activists. For this reason, the basic rule is that the person must recruit himself and operate with those with who he is in direct contact.

অর্থাৎ, (স্মল সেলের) সদস্যরা শয়তানকে এই সুযোগ দেয় না যে তাদেরকে জিহাদী কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শয়তান তাকে অন্যদেরকে তাহরীদ করা অথবা রিক্রুটিং এর কাজে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। এটা শয়তানের একটা ধোঁকা। অন্যকে রিক্রুট করা একটা বড় দায়িত্ব - কারণ এর জন্য তাকে (যিনি রিক্রুট করবেন) ঐ এলাকাতে সবার থেকে গোপন থাকতে হবে। এই কারণে নিয়ম হলোঃ ঐ ব্যক্তি নিজেকে রিক্রুট করুক এবং যাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ আছে, তাদেরকে নিয়ে যেনো অপারেশন করুক।

শয়তান যেনো আমাদেরকে ‘স্মল সেল’ এর পক্ষে শুধু দাওয়াত দেয়া আর অন্যদেরকে তাহরীদ করার কাজে সন্তুষ্ট না করে ফেলে। ‘স্মল সেল’ টেরোরিজমের এই কনসেপ্ট যেনোঃ আমাদের পিছনে বসে থাকার অভিনব কোন অযুহাত না হয়ে যায়, যেনো ‘সীমা ও ইতায়াতে অনভ্যস্ত / অনিচ্ছুক’ ভাইদের ‘অর্গেনাইজড জিহাদে’ শরীক না হবার কোন নব্য উপায় না হয়।

পরিশেষে আমরা বলতে চাইঃ ‘স্মল সেল থিওরী’ এর আইডিয়াটা মূলতঃ উপযোগী পশ্চিমা হারবী কুফফারদের দেশে অপারেশনের জন্য খুবই উপযোগী। আল-কায়েদার সেন্ট্রাল উমারাদের কার্যক্রমে (বিভিন্ন অপারেটিভ সেল প্রেরণ) / অডিও আহবানে তাই বুঝা যায়। এই জিহাদকে আমাদের দেশগুলোতে থেকে ওদের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা খুবই জরুরী। এটা এজন্যও জরুরী যাতে - হারবী-কুফফার দেশসমূহের জনমতকে তাদের ক্রুসেডের বিপক্ষে নেয়া যায়।

মুসলিমপ্রধান দেশে এই পদ্ধতি কতটুকু পালন করা হবে, তা নির্ভর করবে ঐ দেশে যারা জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের উপর। তবে এটা মনে রাখতে হবে, স্মল সেল অপারেশন করতে গিয়ে যাতে সাধারণ মুসলমানদের কোন প্রকার ক্ষতি না পৌঁছানো হয় - যা শাইখ জাওয়াহিরী হাফিজাহুলাহ **‘জিহাদের সাধারণ দিকনির্দেশনাতে’** বারংবার উল্লেখ করেছেন।

কেউ বাংলাদেশের আবু মুসয়াব আস সুরী এর ভূমিকা নিতে হলে তাকে অন্ততঃ বেশ কিছুদিন জিহাদের ময়দানে অভিজ্ঞতা নিতে হবে। যারা নিজেরা ৫/১০টি বুলেটও ছুড়েন নি, নিজেরা ২/৪ টি গাযওয়াতেও শরীক হন নি, তারা বাংলাদেশের জিহাদের পথের পথিক তরুণদেরকে ‘এদেশে জিহাদের সম্ভাব্য স্ট্রেটেজী’ শিক্ষা দিতে গেলে সেটা আমাদের সবার জন্য দুঃখজনক বৈকি!!

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন ও আমাদেরকে শহীদি মৃত্যু দান করুন। বাংলাদেশে জিহাদের কালো পতাকা উড্ডীন করে দিন।